তারিখ ... 07 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

সংবাদ

08 APR 2016

এমপিওভুক্ত ২৭ হাজার প্রতিষ্ঠান

১৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আইসিটি শিক্ষক নেই

রাকিব উদ্দিন

দেশের প্রায় ২৭ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪ হাজার প্রতিষ্ঠানেই 'আইসিটি' বিষয়ের শিক্ষক নেই। বাকি ১৩ হাজার প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক থাকলেও এর মধ্যে প্রায় ১২শ শিক্ষক এমপিও বা বেতনভাতা পাচ্ছেন না। ১৪ হাজার প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদনও নেই।

১৩ হাজারে শিক্ষক থাকলেও এর ১২শ' বেতন পান না

এছাড়াও দেশের মোট ৩৩৩টি সরকারি হাই স্কুলে এবং ১৮টি সরকারি ইন্টারমেডিয়েট কলেজের প্রায় সবকটিতে শিক্ষক ছাড়াই 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বা আইসিটি ও কম্পিউটার শিক্ষা বিষয় 'পাঠদান' চলছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার অপারেটর'রা এ বিষয়ে পাঠদান করছেন। সরকারি কলেজে খণ্ডকালীন ভাড়াটে কম্পিউটার অপারেটর দিয়ে এ বিষয়ে পাঠদান চলছে।

ঢাকার দুটি সরকারি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সংবাদকে বলেন, স্কুলপ্রতি দু'তিনজন শিক্ষককে এক বা দুই সপ্তাহের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নামকাওয়াস্তে এই প্রশিক্ষণ নিয়ে কম্পিউটার বিষয়ে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারছেন, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ম্যানুয়ালি পাঠদান করতে পারছে না শিক্ষকরা।

রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী সরকারি ঢাকা কলেজে একাদশ শ্রেণীতে কম্পিউটার শিক্ষা পাঠদান করা হচ্ছে খণ্ডকালীন একজন কম্পিউটার অপারেটর দিয়ে। সরকারি হাই স্কুল ও কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা চরমে থাকায় তারা নিজ নিজ বিষয়েই নিয়মিত ক্লাস নিতে পারছেন না। ফলে কম্পিউটার শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা অর্জন বা পাঠলাভ শিক্ষার্থীদের নিজেদের ওপরই নির্ভর করছে।

সরকার শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের আলোকে ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৬ষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার স্তর পর্যন্ত আইসিটি বিষয় বাধ্যতামূলক করেছে।

দেশের কোন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসিটি বিষয়ে শিক্ষক নেই, এমনকি এ বিষয়ে পদও সৃষ্টি করা হয়নি। আবার এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সীমিত আকারে আইসিটি বিষয়ের শিক্ষকরা এমপিওভুক্তি হচ্ছেন। এটিও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বৈতনীতির কারণে আটকে রয়েছে। অর্থাৎ ২০১১ সালের ১৩ নভেম্বরের পূর্বে যেসব প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিষয় অনুমোদন পেয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন। এতে করে প্রতিষ্ঠান প্রতি একজন করে সারাদেশের ১১ হাজার ৭৮৯ জন শিক্ষক এই সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু আইসিটি বিষয়ে নিয়োগ পেয়েও এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন না প্রায় ১২শ শিক্ষক।

এ বিষয়ে মাউশি'র উপপরিচালক একেএম মোস্তফা কামাল সংবাদকে বলেন, '১২'শ শিক্ষকের এমপিওভুক্ত করার প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় অনুমোদন করলেই শিক্ষকরা বেতনভাতা পাবেন।'

এ বিষয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিইও) কাজি সলিম উল্লাহ সম্প্রতি সংবাদকে বলেন, 'জেলার সরকারি স্কুলে কম্পিউটার বিষয়ের কোন শিক্ষক নেই। এ বিষয়ের পদও সৃষ্টি করা হয়নি। এমপিওভুক্ত স্কুলগুলি কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে, কিন্তু তারা কোন এমপিও পাচ্ছেন না। বলা যায়, কম্পিউটার শিক্ষকরা মানবেতর জীবনযাপন

আইসিটি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

আইসিটি : শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করছেন।' সর্বশেষ ২০১৩ সালের ২৪ মার্চ জারি করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিও নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম) নিম্নমান সহকারি-কাম-কম্পিউটার অপারেটর একজন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম) অনুমোদনসহ কম্পিউটার শিক্ষা চালু থাকলে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) একজন এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ) অনুমোদনসহ কম্পিউটার শিক্ষা চালু থাকলে সহকারি শিক্ষক একজন ও নিম্নমান সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর একজন নিয়োগ পাবে।

এমপিও নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, 'উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষা চালু থাকলে একজন প্রভাষক (কম্পিউটার) নিয়োগ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ছয় মাসের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।' ছয় মাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যবাধকতা নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে মাউশি'র পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াছ হোসেন সংবাদকে বলেন, 'আগে যারা কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন তারা তিনমাসের প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। নতুন পরিপত্র জারির কারণে তাদের প্রশিক্ষণ বাতিল হয়ে গেছে। তাদের ফের ছয় মাসের প্রশিক্ষণ নিতে হবে।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) জানায়, দেশে মোট বেসরকারি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে ২৭ হাজার। এর মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৬ হাজার ১০৯টি, মহাবিদ্যালয় দুই হাজার ৩৭০টি, আলিম ও দাখিল মাদ্রাসা সাত হাজার ৬১০টি ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৭৭৫টি।

অধিদফতরের অ্যাডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ইএমআইএস) জানায়, বর্তমানে সাত হাজার ৬০৮টি নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এক হাজার ৪৪৬টি মহাবিদ্যালয় এবং দুই হাজার ৭৪৩টি আলিম ও দাখিল মাদ্রাসায় একজন করে 'কম্পিউটার শিক্ষা' বা 'আইসিটি' বিষয়ের শিক্ষক এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন।

এ বিষয়ে প্রফেসর এলিয়াছ হোসেন বলেন, '২০১১ সালের ১৩ নভেম্বরের এমপিও সংক্রান্ত পরিপত্রের কারণে যেসব প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিষয়ে পাঠদানের অনুমোদন ছিল কেবল যেসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত এই বিষয়ের শিক্ষকরা এমপিও পাচ্ছেন। কিন্তু যারা ২০১১ সালের ১৩ নভেম্বরের পর কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তারা এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন না।'

মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর জানায়, ২০১১ সালের ১৩ নভেম্বরের পরিপত্রের কারণে অধিকাংশ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বা আইসিটি বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখে। কিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষক নিয়োগ দিলেও তারা বেতনভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এ রকম এক হাজার ২৪৪ জন শিক্ষককে এমপিও সুবিধা দেয়ার জন্য গত ৬ ফেব্রুয়ারি একটি তালিকা ও প্রস্তাবনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে মাউশি কর্তৃপক্ষ। সেটাও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাচ্ছে না। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে সম্প্রতি এ বিষয়ে আবারও একটি প্রস্তাবনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে মাউশি কর্তৃপক্ষ।

পদ সৃষ্টির প্রয়োজন কেন?

সরকার 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' বাস্তবায়নের আলোকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। সেই অনুযায়ী এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বা কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছেন। মাউশি'র কর্মকর্তারা বলছেন- সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য এমপিওভুক্ত এবং বেসরকারি প্রায় ৩২ হাজার প্রতিষ্ঠানকে পৃথক পৃথকভাবে আইসিটি বিষয়ের জন্য অনুমোদন নিতে হবে কেন? এটা পুরোপুরি অযৌক্তিক ও উদ্ভট সিদ্ধান্ত। এটা বাস্তবায়ন করতে কয়েক বছর সময় লাগবে।

এ বিষয়ে ২০১৩ সালের ২৪ মার্চ জারি করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিও নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই শিক্ষাবোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতি/অধিভুক্তি প্রাপ্ত হতে হবে। একই সাথে এমপিও এর আবেদন যাচাইকালে স্বীকৃতি/অধিভুক্তির শর্তাবলী পূরণকৃত থাকতে হবে।'

কারা পড়াচ্ছেন আইসিটি শিক্ষা :

সরকারি হাই স্কুল ও কলেজে আইসিটি বা কম্পিউটার বিষয়ে স্থায়ী শিক্ষক নেই। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ও চুক্তিভিত্তিক বা খন্ডকালীন কম্পিউটার অপারেটর দিয়ে দায়সারাভাবে আইসিটি বিষয়ে পাঠদান চলছে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষকরা আইসিটি বিষয়ের ক্লাশ নিচ্ছেন না। তবে সরকার থেকে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ নিলেও অষ্টম ও নবম শ্রেণির আইসিটি পড়াতে পারছেন না সাধারণ শিক্ষকরা।

দেশে মোট ৩৩৩টি সরকারি হাই স্কুল ও ২৭টি ইন্টারমেডিয়েট সরকারি কলেজ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয় পাঠদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ঢাকা কলেজিয়েট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবু সাঈদ ভূঞা সংবাদকে বলেন, 'আইসিটি বিষয়ে পড়ানোর জন্য কয়েকজন শিক্ষক এক সপ্তাহ ও দুই সপ্তাহের ট্রেনিং পেয়েছে, যা মোটেই যথেষ্ট নয়। ট্রেনিং (প্রশিক্ষণ) পাওয়া শিক্ষকরা অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির কম্পিউটার বিষয় পড়াতে পারছে না। তাদের লং টার্ম (দীর্ঘমেয়াদি) ট্রেনিং প্রয়োজন।'